বৃষ্টিভাষায় একদিন

কসমিক মেঘেদের পাঠানো বৃষ্টিভাষায় একদিন
স্বপ্নের আলো জ্বেলে লেখা হবে নিশ্চয়
নতুন আশার গান অচিন কোনো সুরে।
নীল-নির্জন ওই চেনা আকাশের দূরে
ভাসবে বুঝিবা কত প্রত্যাশার শঙ্খচিল মেঘ-
প্রত্যয়ের আলো জ্বলে উঠলেই হয়তো
একে অপরকে দেখব নতুন ক'রে!

সুস্নাত হয়ে উঠবে জানিতো সেদিন
নবজন্মের কত উষ্ণ বিদেহী কামনা-
সেদিন হয়তো বা থাকবেনা কোনো
নৈর্ব্যক্তিক রাগ, দুঃখ, বেদনা ও বিষাদ....
সব কিছু মিশে যাবে অপসৃয়মান বিবশ অন্ধকারে;
পরিত্যক্ত হবে যত বেওয়ারিস খড়্কুটো..... বেনোজল-
তরল চিন্তা সব মুখ লুকোবারও ঠিকানা পাবে কি সেদিন?

নতুন বৃষ্টিভাষার ব্যাকরণে, শব্দ ও কাব্যের শরীর জুড়ে
কোথাও থাকবে না কোনো ভেদ চিহ্ আর-
সে ভাষার মর্মধ্বনিতে ভেসে যাবে নিযুত অহঙ্কার।
মন্দির-মসজিদ-গীর্জার পুরোনো মন্ত্র, স্তব, প্রার্থনা
নিশ্চয় ভেসে যাবে সব.....
হয়তো নতুন দ্যোতনা নিয়ে গেয়ে উঠবে নবজাতকের গান
কিছু আগামী মানুষ.....উন্মুক্ত বাতাসিয়া সুরে!

কসমিক মেঘেদের পাঠানো বৃষ্টিভাষায় এমন ক'রে
ধুয়ে যাবে.....মুছে যাবে হিংসার তাপ,
ঝরানো রক্ত, অক্ষমের অশ্রুপাত, আদি থেকে নবতম পাপ।

তার আগে আর কত রক্তস্নাত হবে বলো।
পুরোনো ভাষার এই শতচ্ছিন্ন পৃথিবীর মাটি?

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com